দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 MAR 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ঢাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবার মান নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম চাহিদাও মেটাতে পারছে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৪৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। দুর্বল প্যাথলজি ব্যবস্থার পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। মানসম্পন্ন চিকিৎসা পরামর্শ ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় সাধারণ চিকিৎসার জন্যও শিক্ষার্থীদের বাইরে যেতে হচ্ছে। জ্বর, সর্দি, ডায়রিয়া ছাড়া আর কোনো রোগেরই তেমন ওষুধ মেলে না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, যে রোগেই আক্রান্ত হয়ে তারা চিকিৎসা কেন্দ্রে যান না কেন, অধিকাংশক্ষেত্রে চিকিৎসকরা প্যারাসিটামল কিংবা সিপ্রোসিন জাতীয় ওষুধ দিয়েই দায়িত্ব সারেন।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. একেএম আবদুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে মেডিক্যাল সেন্টার। কিন্তু এটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল নয়, তাই সব রোগের চিকিৎসাও প্রদান করা সম্ভব নয়। সাধ্যের মধ্যে সবটুকুই করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, শিক্ষার্থীসহ রোগীদের রোগের ধরন অনুযায়ী কতগুলো ওষুধ চিকিৎসা কেন্দ্রে সংগ্রহ করা হয়। তহবিল স্বল্পতার কারণে অনেক ওষুধ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তারপরও ১৫ থেকে ২০টি কোম্পানির ওষুধ রয়েছে। তাই যে ওষুধগুলো চিকিৎসা কেন্দ্রে থাকে না সেগুলো বাইরে থেকে কিনে নিতে পরামর্শ দেয়া হয়। চিকিৎসকদের দায়িত্ব অবহেলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই বলে তিনি দাবি করেন।

চিকিৎসা কেন্দ্র সূত্র ও শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, ২৪ শয্যাবিশিষ্ট মেডিক্যাল সেন্টারে ডাক্তার রয়েছেন ১৬ জন আর নার্স রয়েছে আট জন। এদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি চিকিৎসা কেন্দ্রটি ৫০ শয্যার হাসপাতালে উন্নতি করার। এছাড়া উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের দাবি না মানায় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ রয়েছে।

এদিকে চিকিৎসা কেন্দ্রটিতে এম্বুলেন্স রয়েছে মাত্র চারটি। কিন্তু প্রভাবশালী শিক্ষক ও ছাত্র নেতাদের তদবির ছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থীরা এ এম্বুলেন্স সেবা পান না বলে অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী জহিরুল ইসলাম বলেন, মেডিক্যাল সেন্টারের সেবা তেমন ভাল না। ডাক্তাররা রোগীদের অভিযোগগুলো কম শুনতে চান এবং গতানুগতিক

পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢাবি চিকিৎসা কেন্দ্রের

২০ পৃষ্ঠার পর

ওষুধ লেখেন। ফলে তাঁদের উপর আস্থা রাখতে পারে না শিক্ষার্থীরা। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা বাইরের হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের শিক্ষার্থী মো: হাসান বলেন, সর্দি-জ্বরের ওষুধ ছাড়া অন্যকোন ওষুধ ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিলে মেডিক্যাল সেন্টারের কাউন্টারে তা পাওয়া যায় না। কাউন্টারে কর্মরত কর্মকর্তারা বাইরের ফার্মেসি থেকে ওই ওষুধগুলো কিনে নিতে বলেন।